কনসেপ্ট
অ্যাডভার্টাজিং

অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন

৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানলতা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া জেলার একমাত্র ডিজিটাল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

রাঢ় আলাপন

email: aalaapan 123@gmail.com

অলঙ্কারের দুনিয়ায়
একমাত্র ভরসা

শোভা জুয়েলার্স

চকবাজার গলি (স্টল নং ৫), বাঁকুড়া

ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

■ বর্ষ ১৪ ■ ■ সংখ্যা ২ ■ ■ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ■ ■ মূল্য ২.০০ টাকা ■

বাঁকুড়ায় ফের উচ্ছেদ অভিযান!

আলাপন প্রতিনিধি: চেনা বাঁকুড়াকে হয়ত অচেনা লাগতে পারে। মাচানতলা থেকে যদি লালবাজার দিকে হেঁটে যান, অনেকটাই বদলে গিয়েছে বাঁকুড়া। মার্চের শুরুতে হয়ত একেবারেই অচেনা মনে হবে। কয়েকরদিন আগেও যেসব দোকানের সাইনবোর্ড দেখেছিলেন, তার অনেকগুলোই আর দেখতে পাবেন না। কারণ, এবার উচ্ছেদ অভিযান শুরু হবে এই রাস্তায়।

বাঁকুড়া শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা সুভাষ রোড। মাচানতলা থেকে লালবাজার পর্যন্ত যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা আছে। শহরের গতি এখানে এসে হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ায়। দৈনন্দিন যানজট তো আছেই। ছোটখাটো দুর্ঘটনাও প্রায় রোজই হচ্ছে। পার্কিং এলাকা না থাকায় বিভিন্ন দোকানের সামনে গাড়ির লাইন। এবার সেই রাস্তাকে চওড়া করার কাজে হাত দিয়েছে জেলা প্রশাসন। গত কয়েক মাসে বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় চলেছে উচ্ছেদ অভিযান। অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে দাবি আসছিল, শহরের রাস্তা পরিষ্কার করা দরকার। বেআইনি নির্মাণ ভাঙা দরকার। কিন্তু নানা কারণে এতদিন সেই অপ্রিয় কাজে হাত দেয়নি জেলা প্রশাসন। সূত্রের খবর, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, শহরের গতি আরও বাড়াতে হবে। রাস্তার দু'ধার পরিষ্কার করতে হবে। বেশ কয়েক জায়গায় অভিযান চালানোর পর এবার শহরের সবথেকে স্পর্শকাতর এলাকায় অভিযানে নামতে চলেছে জেলা প্রশাসন। বিভিন্ন দোকানদারকে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেকেই স্বেচ্ছায় ভেঙে ফেলছেন। সূত্রের খবর, ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নেমে পড়বে প্রশাসন। যাঁরা এরপরেও বেআইনি নির্মাণ ভাঙেননি, তাঁদের বিতর্কিত কাঠামো প্রশাসনই ভেঙে দেবে। সেক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা আরও বেশি।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই নিয়ে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। তাঁদের কথায়, 'বাঁকুড়া পরিকল্পিত শহর নয়। অনেকদিনের পুরনো শহর। অনেক পুরনো ও ঐতিহ্যশালী দোকান রয়েছে। এগুলি যদি ভেঙে ফেলতে হয়, শহরের ঐতিহ্যেও আঘাত আসবে। এইসব জনপ্রিয় দোকানে জেলার নানাপ্রান্ত থেকে ক্রেতারা আসেন। তাই এসব এলাকায় নিয়ম কিছুটা শিথিল করা দরকার ছিল।' প্রসঙ্গত, আগেও কয়েকবার রাস্তা চওড়া করার কথা উঠেছিল। অনেকে দোকান সরিয়েও নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও প্রশাসন কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ফলে, আবার সেইসব এলাকা দখল হয়ে যায়। এবার প্রশাসনের দাবি, অনেক পরিকল্পনা আছে। তবে তার আগে রাস্তা ফাঁকা হওয়া দরকার। এবার আর শিথিলতা নয়। বেআইনি নির্মাণ না ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থাই নিতে হবে।

কন্যাশ্রীর কথা না টানলেই নয়?

আলাপন প্রতিনিধি: গোটা রাজ্যেই অদ্ভুত একটা প্রচার চলছে। এই জেলাও ব্যতিক্রম নয়। প্রচারটা হল, কন্যাশ্রীর জন্য নাকি মাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন জোয়ার এসেছে। মেয়েরা নাকি অনেক বেশি পরিমাণে মাধ্যমিক দিচ্ছে। রাজ্যের ক্ষেত্রেও তথ্যটা ভুল। আর এই জেলার ক্ষেত্রেও ভুল।

তবু পর্ষদের কর্তাদের বলতে হচ্ছে, এটা কন্যাশ্রীর সুফল। গত কয়েক বছরে জেলায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমেছে। কমেছে ছাত্রীর সংখ্যাও। প্রতি বছরই নিয়ম করে কমছে। গত বছরের সঙ্গে এ বছরের তুলনা করলেই ছবিটা পরিষ্কার হবে। গতবছর, অর্থাৎ ২০১৬ তে এই জেলা থেকে মাধ্যমিক দিয়েছিল ৫৪,১৯০ জন। আর এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৯, ৬১৭ জন। কমেছে ৪৫৭৩। ছাত্রীদের সংখ্যায় একবার চোখ বোলানো যাক। গত বছর ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৭২১৭। এবার ২৫৭০৬। কমেছে ১৫১১।

এই হল পরিসংখ্যান। বলা যেতেই পারত, কন্যাশ্রীর সাইকেল না দেওয়া হলে সংখ্যাটা হয়ত আরও কমত। কিন্তু সংখ্যাটা বেড়েছে, এমন কথা কেন বলতে হচ্ছে? কাকে খুশি করতে জোর করে কন্যাশ্রীর কথা টেনে আনতে হচ্ছে?

উঠে আসছে দুই নারীর কথা

কল্যাণ মিত্র

এই প্রজন্ম হয়ত তাঁদের নাম শোনেনি। তবে যাঁরা মাঝবয়সী, তাঁদের হয়ত মনে আছে। বাঁকুড়ার জেলাশাসকদের কথা উঠে এলেই মনে পড়ে যায় রিনা বেঙ্কটরামনের কথা। এবং আরও একজন। তিনিও মহিলা। রিনচেন টেম্পো। আবার যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন দুই দশক আগে এই জেলায় কাটিয়ে যাওয়া দুই জেলাশাসক।

নব্বইয়ের দশকের শুরুরদিকে এই জেলার দায়িত্বে এলেন রিনা বেঙ্কটরামন। বেশ কড়া প্রশাসক হিসেবে দ্রুত মানুষের মনে ছাপ ফেললেন। বাঁকুড়া শহর ও বিভিন্ন ব্লক শহরের রাস্তা আরও চওড়া করার উদ্যোগ নিলেন। কিন্তু রাস্তা চওড়া করতে গেলে তো দুধারের বাড়ি–দোকান ভাঙতে হবে। এতদিন এই অপ্রিয় কাজটা কেউ করতে চাননি। তিনিই হাত দিলেন। বাঁকুড়া শহর তার সাক্ষী। সেই সময় শাসকদল বিষয়টাকে ভালভাবে নিতে পারেনি। যতদূর মনে পড়ে, জেলা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাঁর আচরণের প্রতিবাদে বনধ–ও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু পিছিয়ে যাননি। নাম হয়ে গিয়েছিল 'বুলডোজার লেডি'। শুরু করলেন। তবে কাজটা শেষ করে যেতে পারেননি। তার আগেই পদোন্নতির নামে বদলি। তারপর এলেন তপন বর্মণ। তিনি স্থিতাবস্থা বজায়ই রাখলেন। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি এলেন রিনচেন টেম্পো। শুরু হল আরেকপ্রস্থ উচ্ছেদ অভিযান। অনেক ছোট ছোট শহর সেই অভিযানের সাক্ষী। অনেকে সেই প্রথম দেখলেন, বুলডোজার কেমন দেখতে। সেবার অবশ্য তেমন বাধা আসেনি।

যাঁদের দোকান বা বাড়ি ভাঙতে হয়েছিল, তাঁদের খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুই জেলাশাসকের এই অভিযানকে জেলার মানুষ বেশ স্বাগতই জানিয়েছিলেন। আবার শহরে উচ্ছেদ অভিযান। ঠিক না ভুল, নাকি বাড়াবাড়ি, সে বিতর্ক থাকবে। কিন্তু এই উচ্ছেদের আবহে ঘুরেফিরে আসছে সেই দুই মহিলার কথা। তাঁরা আজ কোথায় আছেন, কে জানে!

অন্য পাতায়
■ অটো বনাম টোটো
■ টুনির মায়ের পাঁচালি
■ অণু গল্প
■ টুকরো খবর

◆ রাজনীতি
◆ খেলা
◆ সিনেমা
◆ ভ্রমণ
◆ সাহিত্য
◆ জেলা
◆ স্পেশাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস
সময়ের থেকে এগিয়ে

বাংলা ভাষার সেরা ওয়েব পোর্টাল
bengaltimes.in

আরও নানা আকর্ষণীয় বিভাগ।
সব বিষয়ে টাটকা খবর, বিশ্লেষণ। প্রতিমুহূর্তে আপডেট। কালকের কাগজে যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা যা জানবে, আপনি আজকেই জেনে নিন। সময়ের থেকে এগিয়ে থাকুন।

সম্পাদকীয়

গৌরবের নয়

কোনটা গর্বের আর কোনটা লজ্জার, সেটাই অনেক সময় গুলিয়ে যায়। এই অশান্ত সময়ে যেন আরও বেশি করে গুলিয়ে যাচ্ছে। এক দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি অনায়াসে চলে যাচ্ছেন অন্য দলে। এ তো না হয় বড়রা করছেন। ছোটদের শেখানো হচ্ছে আরও মারাত্মক খেলা। ভোট না করিয়েই জিতে নেওয়া। সব আমায় জিতে নিতে হবে। কোথাও কোনও বিরোধী রাখব না।

এই রোগটা নতুন শুরু হয়েছে, এমন দাবি করাটা সত্যের অপলাপ হবে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বাম জমানাতেও এই রোগটা দেখা গিয়েছিল। যে কলেজে দাপট ছিল, সেই কলেজে বিনা লড়াইয়ে জিতে লাল আবির ছড়ানো হয়েছিল। সাফাই দিতে গিয়ে বলা হত, বিরোধী না থাকলে আমরা কি খুঁজে আনব? ছোটরা এই যুক্তি দিয়েছেন। বড়রা প্রশ্রয় দিয়েছেন। বিনা লড়াইয়ের জয়ে যে কোনও কৃতিত্ব নেই, এই সহজ কথাটা যদি সেদিন বুঝতেন! সেদিন অশনি সংকেতটা টের পাননি। আজ ফলটা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে। কোথাও, কোনও কলেজেই প্রার্থী দেওয়াই যাচ্ছে না।

তখন তবু বিরোধীতার কিছুটা পরিসর ছিল। অনেক জায়গাতেই বিরোধীদের ছাত্র সংসদ ছিল। অন্তত প্রশাসনকে নগ্নভাবে ব্যবহার করা হয়নি। এই জমানায় আর কোনও চক্ষুলজ্জাটুকুও থাকল না। বাঁকুড়া জেলার কোনও কলেজেই বামেদের নমিনেশন দিতেই দেওয়া হল না। গত কয়েকবছরে বিরোধীরা সত্যিই ছত্রভঙ্গ। সেই সাংগঠনিক শক্তি নেই। তবু ভোট করতে এত অনীহা কেন? আসলে, দলের মধ্যেই যে অনেক বিক্ষুব্ধ। সেই বিক্ষুব্ধরা যদি বিরোধীদের অক্সিজেন দেয়! সত্যিই কি তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এতটাই ভাল কাজ করছে যে, সবাই তার সমর্থক? বিভিন্ন কলেজের পরিবেশ তো উল্টো কথাই বলছে। জেলায় বিরোধীদের যদি কোনও শক্তিই নেই, তাহলে বিধানসভায় বারোটার মধ্যে পাঁচটায় বিরোধীরা জিতলেন কী করে?

যাঁরা বিনা লড়াইয়ে জিতলেন, তাঁদের সত্যিই কি ছাত্র প্রতিনিধি বলা যায়? তাঁরা কি সত্যিই ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করছেন? এই নেতৃত্বের প্রতি আদৌ ছাত্রদের আস্থা আছে? শ্রদ্ধা আছে ? আর প্রশাসন? তার কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল। যে প্রশাসন একটা কলেজেও ভোটের পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে না, তার প্রতি যথেষ্ট উদার হলেও পাসমার্ক দেওয়া যাবে না। সেদিন বামেরা বোঝেননি। আজ তৃণমূল নেতৃত্বও বিপদটা বুঝছেন না। ভোটহীন জয় গৌরবের নয়, এটা এখন থেকেই বোঝান। নইলে আবার সেই ব্যুমেরাং হয়ে আসবে। আপাতত কোনও ভোট নেই। উত্তেজনা নেই। দুপক্ষই বরং ঠান্ডা মাথায় আত্মসমীক্ষা করুন।

লাল গোলাপ, লাল কার্ড

রাঢ় আলাপনের জনপ্রিয় বিভাগ— লাল গোলাপ ও লাল কার্ড। ভাল কাজের স্বীকৃতি হিসেবে লাল গোলাপ। আর খারাপ কাজের তিরস্কার হিসেবে লাল কার্ড। পাশাপাশি দুটি কলামে থাকবে দুটি লেখা।
মার্চ থেকে যথারীতি এই বিভাগ ফিরে আসছে। তবে প্রতি সংখ্যায় নাও থাকতে পারে। মাসের প্রথম ও তৃতীয় শনিবার থাকবে এই জনপ্রিয় দুটি কলাম। অপেক্ষা করুন।

প্রবাসের চিঠি

রাঢ় আলাপনের অনেক পাঠক দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে। এমনকী বিদেশেও। তাঁদেরও শিকড় এই বাঁকুড়া জেলাতেই। তাঁরাও চান নিজের চেনা মাটির গন্ধ। পাশাপাশি, তাঁরাও যদি কিছু লিখতে চান, স্বাগত। মাসে অন্তত একটি সপ্তাহে থাকবে প্রবাসের চিঠি। নিজের জেলা সম্পর্কে আপনাদের স্মৃতিচারণ ও পরামর্শ লিখে পাঠান। ঠিকানা:
aalaapan123@gmail.com

চিঠিচাপাটি

অখ্যাত জায়গায় আলো পড়ুক

রাঢ় আলাপন পড়লাম। কোয়ালপাড়া নিয়ে লেখাটি বেশ উপভোগ্য। বাঁকুড়া জেলার মধ্যেও কত ভাল ভাল জায়গা আছে। কিন্তু প্রচারের অভাবে সেগুলিকে ঘিরে আগ্রহ তৈরি হয়নি। এই ব্যাপারে মিডিয়ার একটা ভূমিকা আছে। তারা বিভিন্ন জায়গাকে প্রচারের আলোয় তুলে আনতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিভিন্ন ভ্রমণ ম্যাগাজিনে বা টিভি অনুষ্ঠানে ভিন রাজ্য ও দূরদূরান্তের জায়গাকে তুলে ধরায় যতটা আগ্রহ দেখা যায়, তার সিকিভাগও দেখা যায় না বাঁকুড়া–পুরুলিয়ার মতো অবহেলিত জায়গাগুলিকে ঘিরে। বাঁকুড়া বলতে আবার তুলে ধরা হয় বিষ্ণুপুরকে। অন্যদের কথা জানি না, আমার কিন্তু বিষ্ণুপুর মোটেই ভাল লাগে না। যা গুরুত্ব প্রাপ্য, বোধ হয় তার চেয়ে বেশিই দেওয়া হয়।

অথচ, ঝিলিমিলি–সুতান বা এই কোয়ালপাড়ার মতো জায়গা আড়ালেই থেকে যায়। বাঁকুড়া জেলারই কজন এই জায়গাগুলি গিয়েছেন, সন্দেহ আছে। লেখাটা পড়ে মনে হল, যদি কোয়ালপাড়া যাওয়া যেত। নিশ্চয় কোনও একসময় যাব। আপনাদের অনুরোধ, এরকম আরও নানা জায়গার কথা তুলে আনুন। যদি অখ্যাত জায়গা হয়, তাও ক্ষতি নেই। আজকে যা অখ্যাত, আগামীদিনে তা বিখ্যাত হতেই পারে।

রাজীব পাত্র, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া

সেই কাটিং মানিব্যাগে রেখে দিয়েছি

যেমন আগের সংখ্যায় পেলাম শুশুনিয়া থেকে কলকাতা বাসের কথা। বেশ গুরুত্ব দিয়েই প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। এখান থেকে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। কোয়ালপাড়ার কথা আমরা কজন জানতাম? উদয়নকে নিয়ে লেখাটিও বেশ ভিন্ন আঙ্গিকের। আসলে আমরা নিজের জেলাকেই সেভাবে চিনতে শিখিনি। তাই নিজের জেলা সম্পর্কে গর্ববোধও নেই।
রাঢ় আলাপন আমাদের গর্বিত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। আমরা নিজেদের হীনমন্যতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারছি। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে এই জেলার যে সাফল্য, তা আমরা অনেকেই জানি না। বছর ধরে ধরে রাঢ় আলাপন তা তুলে ধরেছিল। সেই কাগজের কাটিংটি এখনও নিজের মানিব্যাগে রাখি। বাঁকুড়া নিয়ে কেউ উল্টোপাল্টা কথা বললে সেটা বের করে দেখাই। মনে মনে বেশ তৃপ্তি হয়।

রাতুল মিশ্র, ধানবাদ

হীনমন্যতা কেটে গেল

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। নিজেদের আধুনিক করতে হয়। নইলে, স্বাভাবিক নিয়মেই তা হারিয়ে যায়। আপনারা এই সহজ সত্যিটা বোঝেন। প্রথম পাতাতেই হেডিংটা চোখে পড়ল— বাঁকুড়া জেলার একমাত্র ডিজিটাল ম্যাগাজিন। দেখে সত্যিই মনটা ভরে গেল। বাঁকুড়া মানেই পিছিয়ে পড়া জেলা–এরকম একটা পরিচিতি আছে। সেই দৈন্যতা অনেকটাই মুছে দিল রাঢ় আলাপন। জানি না, আর কোন জেলায় এমন ডিজিটাল সংবাদপত্র আছে।

মাটির গন্ধ আছে। অথচ, ডিজিটাল মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার অঙ্গিকারও আছে। সত্যিই তো, ছাপা কাগজ কজনের কাছে পৌঁছতে পারে? আমার মতো, যাঁদের কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে থাকতে হয়, তাদের তো জানার সুযোগই হয় না। রাঢ় আলাপন নিজের জেলার মাটির কাছাকাছি থাকার একটা সুযোগ এনে দিচ্ছে। তবে চার পাতাটা বড্ড কম। আগের মতো আবার আট পাতায় ফিরে আসুক আমার প্রিয় আলাপন।

রাজেশ মুখার্জি, বেঙ্গালুরু

আপনিও চিঠি লিখুন

খবরের কাগজে চিঠি গুরুত্বপূর্ণ একটা স্তম্ভ। পাঠকের মতামত অনুপ্রাণিত করে, পথ দেখায়। এমনকী সমালোচনাও নতুন দিশা দেখায়। রাঢ় আলাপন সম্পর্কে আপনারাও আপনাদের মতামত নির্দ্বিধায় তুলে ধরুন। এলাকার সমস্যার কথাও তুলে ধরতে পারেন। আপনিও চিঠি লিখুন।
ঠিকানাঃ aalaapan123@gmail.com

টুনির মায়ের পাঁচালি

নামে ফালতু, কাজেও ফালতু

(বাঁকুড়ার একজা নিজস্ব ভাষা আছে। আছে নিজস্ব সংস্কৃতি। কিন্তু সেই শিকড় আমরা অনেকেই ভুলতে বসেছি। তাই নিয়ে বেজায় খাপ্পা টুনির মা। তিনি ঠিক করলেন, বাঁকুড়ার ভাষাতেই লিখবেন। তাঁর বিষয় তিনি নিজেই ঠিক করবেন। প্রতি সপ্তাহে নয়, তবে মাঝে মাঝে। কলামের নাম টুনির মায়ের পাঁচালি। এবার তিনি লিখলেন বাঁকুড়ার নতুন একটি রেস্তোরাঁকে নিয়ে।)

আমি বাপু বাঁকুড়ার মিয়া বটি। অন্যাক ভাষা দেখেছি। ইয়ার চাইয়ে ভাল ভাষা নাই। হয়ত লিখে যায় নাই। তবু বলে'ও সুখ। যারা বুঝার, তারা বুঝে লিবেক। ইবার লিখব একটা রেস্টুরেন্ট লিয়ে।

আমি যখন কলকাতাতে যাই, আমার কত্তা আমাকে কত ভাল ভাল রেস্টুরেন্টে লিয়ে যায়। ভিতরগুলা বেশ সুন্দর। একটুকুনও গরম নাই। মশা, মাছি নাই। এক্কেবারে ঝকঝকা, তকতকা। মাঝে মাঝেই ঝিলিক ঝিলিক, চমক চমক আলো জ্বলে। কিন্তু আলোগুলাতে এক্কেবারেই জোর নাই। ক্যামন অন্ধকার অন্ধকার আলো। মনে হয় কম আলো জ্বালাইয়ে ব্যাটারা পয়সা বাঁচায়। আবার ভিতরে এমন গান চলে, যাতে কেউ না শুনতে পায়। ইয়াদের মনে হয় কান মেশিন লাগানো আছে।

তা বাদে, কতরকম যে খাবারের নাম। থুকপা, ফালাই, চপসাই। নুনু ছা গুলা পিছু পেছু ঘুরঘুর করে। উয়াদেরকে খাবারের নামটা বলে দিলেই হল। অল্প পরেই সাজাই গুজাই লিয়ে চলে আসবেক। আমার কত্তা বলে, 'খাও, এমনটি বাঁকুড়ায় পাবে নাই।' আমি মনে মনে ভাবি, এমন যদি একটা রেস্টুরেন্ট বাঁকুড়াতেও থাকত!

সেদিন আমি আর আমার কত্তা পাঁচবাগা বাইপাশের ধারে ঘুরতে গেছলম। যাতে যাতে রাস্তার ধারে একটা রেস্টুরেন্ট চোখে পড়ল। নাম ফালতু। ইয়ার আগে ইটা কখনো চোখে পড়ে নাই। তার মানে নতুন হইছে। দূর থেকে বেশ ঝাঁ চকচক্যাই

লাগছিল। আমার কত্তা বলল, চল, যাওয়া যাক। আমি মনে মনে ভাবলম, নামটা ফালতু দিয়েছে যখন, নিশ্চয় ইটা ভালই হব্যাক। কেনে না, এই নামটা লোককে ঠকানোর জন্য। নাম ফালতু হলে হব্যাক কী, অতটা ফালতু না হতেও পারে। খাবারটা নিশ্চয় ভাল হব্যাক।

ভিতরটাতে ঢুকতেই পচন্ড আলোতে চোখগুলো ধাঁধাই গ্যাল। ব্যাটারা যত আলো আছে, জালাই দিয়েছে। ঠান্ডা মেসিন চলছে বটে, কিন্তু ঠান্ডা নাই। মশা, মাছি, টিকটিকি, আরশলা, মৌমাছি— সবাই মিলে চু কিতকিত খেলছে। আমরা মুরগির পকড়ি দিতে বললম। বসেই আছি, বসেই আছি। বিয়ার আগে আমাদের অনেক কথা ছিল। বিয়ার পর সব কথা ফুরাই গ্যাছে। আধঘণ্টা পেরাই গ্যাল। কতগুলা ছিলা-মিয়া পেরেম করব্যাক বলে আসেছিল। কিন্তু সুযোগ পা'ল নাই। কেউ কারুর কথা শুনতেই পাছে নাই। ক্যানে না, হানি সিং তারস্বরে দিল হ্যায় পানি পানি করে চ্যাঁচাচ্ছে। একটা ছাপানো ফর্দ পালম। কার কত দাম। ওরে বাবা, ইয়ারা দেখছি বিরাট পন্ডিত। কোনোটার দাম ১২৩ টাকা। কোনোটার দাম ১০২ টাকা। এমন দাম ক্যানে নুনু? ১২৩ যখন লিবি, তখন না হয় ২ টাকা বাড়াই দে। ১২৫ কর। ৯৭ টাকা না রাখে গটা গটা একশো টাকার রাখ বাপু। যে ৯৭ দিব্যেক, সে ১০০ দিতেও পারব্যাক। কিন্তু ইয়ারা হল মহা পুচ্ছপাকা। তাই উদ্ভট সব দাম রাখেছে। এমনটা কুথাও দেখি নাই বাপু। একঘণ্টা পেরাই গ্যাল। কী অর্ডার দিয়েছিলম, লোকগুলা ভুলেই গ্যাছে। অনেক পরে মুরগির পকড়ি পাওয়া গ্যাল। মনে হল মুরগি কাটে, ছাড়াই ছুড়াই, বেসনে ভাজে লিয়ে আল। আমরা বলার পরেই হয়ত মুরগিটা কাটা হইছে। আমার কত্তা বড়ই ঠান্ডা মাথার লোক। কাউকে কটু কথা বলে নাই। এমন লোকটাও মালিককে হাসতে হাসতে বলল, আপনাদের রেস্টুরেন্টের নামটা বেশ রাখেছেন। সত্যি সত্যিই ফালতু। সবদিক দিয়েই ফালতু। লোকগুলা হাসল। বুঝল না বুঝল নাই, কে জানে!

অণু গল্প

অরিত্র ধর

● **অণু গল্প পড়ছেন স্যার? উপন্যাস, ছোট গল্পের পর এখন চারপাশের পত্র পত্রিকায় অণু গল্পের ধুম লেগেছে। ব্যাপারটা ঠিক কী বলুন তো? এত পছন্দই হচ্ছে কেন সবার?**

■ ঋভু ধরে পেটায়। চার ওভার হয়ে গেছে। এটা লাস্ট ওভার। ফিল্ডিংয়ে মন দে, নইলে হারবি তো বটেই, তোর নাকও হারাবি। ওই দেখ, বলটা আবার হারাল বোধ হয়।

● **স্যার, বলটা ওরা খুঁজতে খুঁজতে আপনি একটু বলুন না তত্ক্ষণ।**

■ তোর ধাঁধাটা লাগল কোন্‌খানে?

● **ভাবছি, অণু মানেই তো ছোট। তাহলে অণু গল্প আর ছোট গল্পের মধ্যে তফাত কোথায় স্যার?**

■ খেলতে খেলতে তোর মাথায় সাহিত্য ঢুকল কোন পথে রে? আচ্ছা, ক্রিকেট আর গল্প উপন্যাস, এদের তুলনা করে দেখ। ব্যাপারটা জলবৎ তরল হয়ে যাবে।

● **কী হবে স্যার? বুঝিয়ে বলুন না প্লিজ।**

■ একটু ভাব না! টেস্ট ম্যাচ কেমন? টানা কয়েকদিন ধরে চলে। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা তাতে। টেস্ট খেলতে আর দেখতে সময় তো বড় বেশি লাগে। এই টেস্ট ম্যাচকে ধর উপন্যাস।

● **তাহলে ওয়ান ডে? পঞ্চাশ ওভারের খেলা?**

■ ওটা ছোট গল্প। শেষ বল পর্যন্ত টানটান উত্তেজনার খেলা। ও কী, মুখ তোর হাঁ হয়ে গেল কেন?

● **মানে স্যার, এভাবেও বোঝা যায়! এবার অণু গল্প কী, তা বুঝে গেছি বলেই মনে হচ্ছে আমার।**

■ কী রকম বুঝলি, শোনা।

● **যাদের স্যার টেস্ট ম্যাচ তো নয়ই, ওয়ান ডে দেখারও সময় নেই, তাদের জন্য টি টোয়েন্টি, ২০ ওভারের খেলা। এই টি টোয়েন্টি হল ক্রিকেটের অণু গল্প। উল্টো দিকে অণু গল্প হল সাহিত্যের টি টোয়েন্টি।**

■ তুই দেখছি শুধু জলবৎ তরল নয়, শরবতবৎ মিঠে করে বুঝে ফেললি। এবার নিজে অণু গল্প লিখ। নে, ওদিকে বল খুঁজে পাওয়া গেছে। খেলায় মন দে। তারপর বাড়ি গিয়ে ওই বল হারানো দিয়েই তোর অণু গল্প শুরু করিস।

এক নজরে

বাঁকুড়ার কিছু নার্সিংহোমের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর

জীবন সুরক্ষা
কাটজুড়িডাঙ্গা
৮১৭০০২১৩০২, ৯৪৩৪৭৫৩৭৬৯

হার্দিক
রবীন্দ্র সরণি।
৯৪৭৪৭৭৬২৬০, ৯৪৩৪০২২৭১১

ডা. এস বি রায় মেমোরিয়াল নার্সিংহোম
নুতনচটি, কলেজ রোড।
০৩২৪২ ২৫১৩০৩, ৯৪৭৫৯৮৩২৫৬

অনাময় নার্সিংহোম
গোবিন্দনগর বাসস্ট্যান্ড।
৯৪৭৫৬৮৬৪৫৯

হোপ মেডিকেয়ার
ডিপোগোড়া, লালবাজার।
০৩২৪২ ২৫৯৩৩৯, ৯৪৩৪৩৩৫২১৫

বাঁকুড়া নার্সিংহোম
পাটপুর।
২৫০৫৮২২৫৫১১৫৫

জীবনদীপ নার্সিংহোম
স্কুলডাঙ্গা।
৩১৫৫০৯, ৯৪৩৪৭৪৭৬৭৮

লাইফলাইন নার্সিংহোম
পাটপুর, আরাডাঙ্গা রোড।
২৫০৭৬০ ২৫০৭৬৪

সিটি নার্সিংহোম
রথতলা, রামপুর রোড।
২৫০৫৮১

পালস হসপিটাল
চাঁদমারিডাঙ্গা।
৯৪৩৪৭৬০৩৩৩

নিউ বিশ্বরূপা
রামপুর রোড।
৯৪৩৪১০১৪৬৩

কিওর নার্সিংহোম
লোকপুর, কেন্দুয়াডিহি।
৩২৫৫৭৫

বাঁকুড়া সেবা নিকেতন
পাটপুর জেল রোড।
২৫০১২৩২৪১৮৬৬

প্রতি সংখ্যায় এই বিভাগে থাকে জেলার গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য। হয়ত অনেকে জানেন। হয়ত জানেন না। কলেজ, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, থানা, ব্লক, বিভিন্ন পদাধিকারি, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ট্রেনিং সেন্টারসহ নানা রকম তথ্য থাকবে নানা সংখ্যায়। হঠাৎ হঠাৎ এই তথ্যগুলো কাজে লাগে। তাছাড়া, নিজের জেলাকে চিনতে গেলে এগুলো জেনে রাখাও জরুরি।

আপনারাও নানা রকম তথ্য পাঠাতে পারেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলি ছাপা হবে রাঢ় আলাপনে। একেক বার একেক বিষয়ের ওপর তথ্য দেওয়া হবে।

রাঢ় আলাপন

টোটো-কাহিনি, একটি বিকল্প প্রস্তাব

বাঁকুড়া শহরের বড় একটি বিতর্ক। অটো বনাম টোটো। কী হওয়া উচিত পরিবহন নীতি? তাই নিয়ে কলম ধরলেন দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য।।

এক বছর আগেও বাঁকুড়ার পরিবহন নিয়ে বড়সড় সমস্যা ছিল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যেতে রীতিমতো বেগ পেতে হত। ডাঙ্গা থেকে মাচালতলা আপনি ট্রেকারে যেতে পারতেন। কিন্তু কলেজ মোড় থেকে ডাঙ্গা ? সতীঘাট থেকে কলেজ মোড়? জুনবেদিয়া থেকে ডাঙ্গা? লালবাজার থেকে মাচানতলা ? নিজের গাড়ি না থাকলে কোনও উপায় ছিল না। হয় আপনাকে অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে রিক্সা নিতে হত। নইলে লম্বা পথ পায়ে হাঁটতে হত। টোটো আসার পর সেই সমস্যা হয়ত নেই। কিন্তু নতুন এক সমস্যা। অটো বনাম টোটো, কোনওদিন রিক্সা বনাম টোটো, ম্যাজিক বনাম টোটো, প্রায় রোজই অশান্তি লেগেই আছে। আজ এই দল অবরোধ করছে , তো কাল ওই দল পাল্টা হুমকি ছাড়ছে। একটা জেলা শহরের পরিবহন নিয়ে এত ঝগড়া, মারামারি হবে কেন? প্রশাসন একটা সমাধানসূত্র বের করেছে। টোটো যাচ্ছে স্কুলডাঙ্গা পর্যন্ত, কেন্দুয়াডিহি হয়ে গেলে সে যেতে পারে ভৈরবস্থান পর্যন্ত। কিন্তু এটা সুষ্ঠু

সমাধান মনে করি না। বলা হচ্ছে, নতুন কোনও টোটোর অনুমতি দেওয়া হবে না। আগে থেকে কত টোটো চলছে, তার আগাম হিসেব কি প্রশাসনের কাছে আছে? কোনটা আগের টোটো, কোনটা নতুন টোটো, প্রশাসন কী করে বুঝবে? তাই প্রশাসনের এই নিয়মকেও বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না।

বিনীতভাবে কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরতে চাই। হ্যাঁ, এটা ঘটনা, মূল রাস্তায় টোটোর সংখ্যা বেড়ে গেলে যানজট তৈরি হবে। আমার মনে হয়, টোটোগুলিকে দুটি বা তিনটি শ্রেণিতে ফেলা যায়। প্রথমত, প্রতিটি টোটোর জন্য আলাদা লাইসেন্স দেওয়া হোক, ট্যাক্স নেওয়া হোক। পুরসভা দুরকম ট্যাক্স চালু করুক। ধরা যাক, কেউ মাসে হাজার টাকা ট্যাক্স দিল। তাকে বিশেষ লাইসেন্স দেওয়া হোক। সে শহরের সব রাস্তায় যেতে পারবে। সবাই নিশ্চয় সেই টাকা দিতে পারবে না। তাই অটোর সংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ আনা যাবে। গ্রেড টু অটো। তারা মাসে পাঁচশো টাকা দিক। তারা নির্দিষ্ট কিছু রাস্তায় যেতে পারবে। সব রাস্তায় যেতে পারবে না। এদের আলাদা লাইসেন্স। আলাদা নম্বরপ্লেটের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

এই ব্যবস্থা চালু করলে, সব টোটোর কাছে ট্যাক্স পাওয়া যাবে, পুরসভার নিজস্ব আয় বাড়বে। আবার টোটোর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। রাস্তায় কত টোটো চলছে, তার একটা হিসেবও পাওয়া যাবে। পরিবহন দপ্তরের কর্তারা বা পুরসভার কর্তারা ভেবে দেখতে পারেন।

কোন পথে সমাধান?

(টোটোকে ঘিরে সমাধানের উপায় কী? জানতে চাওয়া হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায়। বেশ কিছু মূল্যবান মতামত উঠে এসেছে। কয়েকটি নির্বাচিত মতামত তুলে ধরা হল।)

সুশান্ত ভদ্র: আমার মতে, কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে রিক্সা চালানোর থেকে সব রিক্সা তুলে দিয়ে রেজিস্টার্ড রিক্সাওয়ালাদের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সুদে ভরতুকি দিয়ে ইএমাই-তে টোটো দেওয়া উচিত। তারা টোটো চালিয়ে যে আয় করবেন, সেখানে থেকে তারা সাপ্তাহিক ই এম আই মেটাতে পারবেন। এবং একসময় তাঁরা সেই টোটোর মালিক হয়ে যাবেন। আমার মনে হয়, এরপর রিক্সাওয়ালাদের আর আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, সামাজিক দিক থেকেও এটা দৃষ্টিকটূ যে একজন চাঁদমারিডাঙ্গা বা প্রতাপবাগানের আপ টানবে রিক্সাতে করে আর কেউ তার ওপর ছোলা ভাজা খেতে খেতে চেপে বসে থাকবে। সেটা হয় না, হওয়া উচিতও নয়। রিক্সাচালকদের পেশায় লাথি মারতে বলছি না। তাঁদের বদলে মেশিন ওই কাজটা করুক। আর তাঁরা মেশইনকে নিয়ন্ত্রণ করুন। এরপরেও যদি রিক্সাচালকদের আপত্তি থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ওটা নিতান্তি রাজনৈতিক। সেটাকে গুরুত্ব না দেওয়াই ভাল। যাঁরা রেজিস্টার্ড রিক্সাচালক নন, তাঁদেরকেও ইএমআই-এর আওতায় আনতে পারলে ভাল। তাঁদের ইএমআই তাঁদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্ধারণ করা হোক। আমার মনে হয়, মানবিক, আর্থিক, সামাজিক সবদিক বিবেচনা করলে এর থেকে ভাল কোনও পন্থা হতে পারে না। অনেক কথাই বলা যায়। তবে দুটো বিষয় খুব জরুরি। ১) নির্দিষ্ট ভাড়া। ২) টোটো হেলফ লাইন নম্বর।

নীলাদ্রি চ্যাটার্জি: আমি বাঁকুড়ার মানুষ, কলকাতায় থাকি। কিছু জিনিস দেখে শিখেছি। ১) টোটো ও রিক্সা এক রুটে চলতে কোনও অসুবিধা নেই। ভাড়ার সামঞ্জস্য আনা উচিত। ২) মানুষ রিক্সা না টোটোতে যাবে, এটা মানুষের নিজস্ব পছন্দ হওয়া উচিত। ৩) সব স্ট্যান্ডে একটা ভাড়ার তালিকা টাঙানো উচিত।

অর্ণব পাত্র: সতীঘাট থেকে স্টেশন ও সতীঘাট থেকে মাচানতলা— এই রুটে টোটো থাকা অত্যন্ত জরুরি।

সুব্রত ঘোষ: টোটো সব রাস্তায় চলা উচিত। টোটো আসতে মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক হিসবে অনেক উপকার পেয়েছি ।

লিমা চ্যাটার্জি: একটা নির্দিষ্ট ভাড়া করে দেওয়া উচিত অটো ও টোটোর। যাঁরা রিক্সা চালান, তাঁদেরও নির্দিষ্ট ভাড়া নেওয়া উচিত, তাহলে কারও অসুবিধা হবে না। এবার যার যেমন পছন্দ। একটা নির্দিষ্ট সিস্টেম চালু করলে কারও অসুবিধা হবে না।

শুভেন্দু কুণ্ডু: মাচানতলা থেকে রানিগঞ্জ মোড় পর্যন্ত (আপ ও ডাউন) রিক্সা, টোটো, অটোর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা উচিত। অটো বা টোটোর ক্ষেত্রে নতুনচটি থেকে চাঁদমারিডাঙ্গা, তামলিবাঁধ হয়ে স্টেশন পর্যন্ত একটা রুট হওয়া উচিত।

অনন্ত গাঙ্গুলি: টোটো আমাদের বাঁকুড়ার মানুষের জীবনের গতিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কোনওভাবেই টোটোকে উচ্ছেদ করা চলবে না। বরং রিক্সাচালকদের কম সুদে ব্যাঙ্ক থেকে টোটো লোন দেওয়া হোক।

সুপর্ণা রায়: বাঁকুড়াতেই যত নিয়ম। এদিকে অটো, ওদিকে টোটো, সেদিকে রিক্সা। একদিকে ট্রেকার, আবার বাসও আছে। তার উপরে রিক্সাভাড়া শুনলে গ্রীষ্মের দুপুরে মাথা টনটন করে। ট্রেকারের ভিড় দেখলে মনে হয় হাটে গরু বাছুর নিয়ে যাচ্ছে।

দীপ গোস্বামী: রাতের বাঁকুড়াতে টোটো পাওয়া বেশ কষ্টকর। যদিও পাওয়া যায়, দ্বিগুন বা তিনগুন টাকা দাবি করে। রাত আটটার পর থেকেই টোটো পরিষেবা ঠিকঠাক পাওয়া যায় না।

মিন্টু পতি: টোটো আর রিক্সার এই দ্বন্দ্ব স্বাভাবিক। রিক্সায় সপরিবার যাতায়াত কষ্টকর। রিক্সাচালকের কায়িক পরিশ্রম অনেক বেশি, তাই ভাড়াও তুলনামূলক বেশি। তবে এইভাবে রিক্সা তুলে দিলে অনেক পরিবার খুব সমস্যায় পড়বে। তাই উভয়পক্ষের দাবি মেনে সুস্থ সমাধানের রাস্তা খোঁজা উচিত। ১) টোটো চলবে শহরের মূল রাস্তা দিয়ে আর রিক্সা চলবে গলিপথ দিয়ে। ২) রিক্সাচালকদের যাঁদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে, তাঁদের জন্য পেনশন চালু করা উচিত। ৩) টোটোর রুট নির্দিষ্ট করা উচিত। তারা যেন মূল রাস্তার বাইরে না যায়। ৪) রিক্সা ও টোটোর স্ট্যান্ড ও পার্কিং এলাকা নির্দিষ্ট করতে হবে। যেন এর জন্য কোনওভাবেই যানজট না হয়, সেদিকটাও খেয়াল রাখতে হবে।

টুকরো খবর

আসছেন দেবশঙ্কর

আলাপন প্রতিনিধি: বাঁকুড়ার নাট্যমোদী দর্শকদের জন্য সুখবর। ১ মার্চ বাঁকুড়ায় আসছেন দেবশঙ্কর হালদার। এই সময়ের বাংলা নাটকের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা দেবশঙ্কর আসছেন তাঁর নতুন নাটক নিয়ে। নাটকের নাম ইপ্সা। স্থান বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবন। নাটক ও নির্দেশনা: চন্দন সেন। আয়োজনে বাঁকুড়া থিয়েটার আকাদেমি। টিকিটের মূল্য ১০০ ও ২০০ টাকা।

ভাষা দিবস

আলাপন প্রতিনিধি: বাঁকুড়াতেও পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আয়োজক নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। শুরু হল 'মোদের গরব মোদের আশা' দিয়ে। শেষ হল 'আমার সোনার বাংলা' গানের মধ্যে দিয়ে। মোহনবাগান উদ্যানে এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ছিল কবিতা, গানের আয়োজন। ছিল মনোজ্ঞ বক্তৃতাও। হাজির ছিলেন প্রতীপ মুখার্জি, মধুসূদন দরিপা, সুকান্তি রায়, উৎপল মুখোপাধ্যায়, পার্থসারথী কুণ্ডু, আতঙ্কভঞ্জন প্রামাণিক, সমীর দাস, সাধন মুখার্জি, অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল দত্ত, আবু সামাদ, বিপ্লব বরাট, অনিকেত রায় প্রমুখ। বিকেলে বাঁকুড়া রবীন্দ্র ভবনেও হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উদ্যোগে প্রমিথিউস। আহ্বায়ক প্রভাতকুসুম রায়, কৌশিক কুন্ডু। রক্তকরবী ব্যালে ট্রুপের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বাঁকুড়ার শিল্পীদের গান, কবিতা, নৃত্য ও শ্রুতিনাটকের আয়োজন ছিল।

বিশাখার চাকরি

আলাপন প্রতিনিধি: এভারেস্ট জয় করে আর ফিরে আসেননি। ফিরে এসেছিল তাঁর নিথর দেহ। সুভাষ পালের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল বাঁকুড়া। দাবি উঠেছিল, এভারেস্টজয়ীর পরিবারের পাশে থাকুক সরকার। অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রয়াত এভারেস্টজয়ীর স্মরণে অনুষ্ঠানও করে গিয়েছেন অভিনেতা দেব। মেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সভাধিপতি অরূপ চক্রবর্তী। এবার সুভাষ পালের স্ত্রী বিশাখা পালের চাকরির ব্যবস্থা করল রাজ্য সরকার। নিয়োগপত্র পেয়ে গিয়েছেন। শালতোড়া যুব কল্যাণ দপ্তরে তাঁর পোস্টিং।

বিডিও কবি

আলাপন প্রতিনিধি: যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন। তেমনই যিনি প্রশাসন চালান, তিনি ফুরসত পেলে কবিতাও লেখেন। প্রকাশিত হল দীপঙ্কর দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আবার বৃষ্টি নামল'। এই দীপঙ্কর দাস অবশ্য স্থানীয় কবি নন। ইনি রাইপুরের বিডিও। লেখালেখির অভ্যেস অনেকদিনের। খাতাবন্দী কবিতাগুলো এবার বই হয়ে উঠল। এভাবেই আরও বৃষ্টি নামুক, কবিতার বৃষ্টি।

রাঢ় আলাপন পত্রিকাগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। সম্পাদকীয় ঠিকানা: কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া। ই মেল: aalaapan123@gmail.com সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।